রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে নির্বাচিত

ইখলাস ও ভ্রাতৃত্ব

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী

অনুবাদ
সালাহউদ্দীন সাঈদী

সম্পাদনায়
মুফতি মুহাম্মদ ইমামুদ্দীন
সিনিয়র মুফতি ও মুহাদ্দিস
জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলুম, ফরিদাবাদ, ঢাকা
মহাসচিব : বাংলাদেশ খতমে নবুওয়াত সংরক্ষণ কমিটি

সোজলার পাবলিকেশন

রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে নির্বাচিত
ইখলাস ও ভ্রাতৃত্ব
বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী

প্রকাশকাল
জুন ২০২৩

অনুবাদ
সালাহউদ্দীন সাঈদী

সম্পাদনায়
মুফতি মুহাম্মদ ইমামুদ্দীন

প্রকাশক
সোজলার পাবলিকেশন
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭৬৭৮২২০৬৪

From The Risale-i Nur Collection
Ikhlas o Bratritto
Bediuzzaman Said Nursi

Published
Jun 2023

Translated by
Salahuddin Sayeedi

Edited by
Mufti Muhammad Imamuddin

Publisher
Sozler Publication
Northbrook Hall Road
Bangla bazar, Dhaka-1100
Mobile : 01767822064

ISBN : 978-984-96868-2-8

মূল্য : ১৩০.০০
(একশত ত্রিশ) টাকা মাত্র

Price : 130.00
(One Hundred Thirty) Tk Only

sozlerpublicationbd@gmail.com
www.fb.com/sozlerpublication

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি.com
Wafi Life
ইসলামিক ই-কমার্স প্লাটফর্ম

সূচিপত্র

- বদিউজ্জমান সাঈদ নূরসী ও
  রিসালায়ে নূর সম্পর্কে অভিমত ◆◆◆ ৪
- বিশতম লাম‘আ : ইখলাস ◆◆◆ ৯
- একুশতম লাম‘আ : ইখলাস সম্পর্কে ◆◆◆ ২৫
- কতিপয় ভাইদের নিকট বিশেষ এক চিঠি ◆◆◆ ৩৯
- রিসালায়ে নূরের সকল ছাত্রের উদ্দেশ্যে ◆◆◆ ৪১
- বাইশতম মাকতুব : মুসলিম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব ◆◆◆ ৫৩
- রিজিকের একক ক্ষমতাধর সত্তা আল্লাহ ◆◆◆ ৬৯
- পরিশিষ্ট ◆◆◆ ৭৬

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তকি উসমানী [দা.বা.] সাহেবের অভিমত

১৯২৩ সালে তুরস্কে উসমানি খেলাফত বিলুপ্ত করে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী দীনহীন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন; যার ফলে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুশাসানগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর হস্তক্ষেপ শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় একসময় তুরস্কে আরবিতে আজান বন্ধ করে দেওয়া হয়। আরবি ভাষায় ধর্মীয় বইপুস্তক প্রকাশ এবং শিক্ষার প্রতিও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। জনসাধারণকে টুপির স্থানে ইংলিশ হ্যাট পরিধান করতে আইন প্রণয়ন করে জবরদস্তি করে বাধ্য করা হয়। মোটকথা, এইরকম ধর্ম বিবর্জিত হিংস্র কার্যকলাপ আর কোনো ইসলামি জনপদে দৃশ্যমান হয়নি। আল্লাহর মেহেরবানিতে পর্যায়ক্রমে পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে থাকে। কিন্তু তুরস্কের শাসনব্যবস্থায় দীনহীনতা জেঁকে বসে এবং দেশের ধর্মীয় আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দীর্ঘদিন প্রলম্বিত হয়। বর্তমানে আল্লাহর মেহেরবানিতে এই ভয়ংকর অবস্থার আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দেশের ধর্মীয় এ অমানিশার ঘনঘোর অবস্থায়ও তুরস্কের ওলামায়ে কেরাম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে অবস্থার মোকাবিলা করতে থাকেন। তাঁরা বিভিন্ন অঙ্গনে নিজেদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এ ধারার কার্যক্রমে কয়েকটি গ্রুপ অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রথমত, ওইসব ওলামেয়ে কেরাম, যারা দৃশ্যপটের গোপনে থেকে ইসলামি শিক্ষার সংরক্ষণের জন্য জীবনবাজি রেখে কাজ করতে থাকেন।

দ্বিতীয়ত, আল্লামা বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী রহ.-এর অরাজনৈতিক ঈমানি আন্দোলন। তিনি তাঁর রচিত রিসালায়ে নূর-এর দাওয়াত ও তাবলিগ এবং ইসলাহি লেখনীর মাধ্যমে অলৌকিকভাবে নওজোয়ানদের মধ্যে ইসলামি নবজীবনের ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। তার প্রভাব সমাজের প্রত্যেক স্তরের জনসাধারণের মাঝে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এ ছাড়াও দাওয়াত ও তাবলিগের প্রভাব এর সাথে যোগ হয়েছে। বর্তমানে এই তিন দলের ইসলাম প্রচার ও প্রসারের প্রভাব বেড়েই চলেছে।

আল্লামা তাকি উসমানি 'রচিত দুনিয়া মেরি আগে' কিতাব থেকে সংগ্রহিত।

বিশতম লাম‘আ

ইখলাস

সতেরোতম লাম‘আর সতেরোতম পয়েন্টের ছয়টি বিষয় থেকে পাঁচটি পয়েন্টের সমন্বয়ে দ্বিতীয় বিষয়ের প্রথম পয়েন্ট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর গুরুত্বের কারণে এটি বিশতম লাম‘আ হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ
أَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

এবং

هَلَكَ النَّاسُ إِلَّا الْعَالِمُونَ وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ إِلَّا الْعَامِلُونَ
وَهَلَكَ الْعَامِلُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ وَالْمُخْلِصُونَ عَلٰى خَطَرٍ عَظِيمٍ

আও কামা ক্বলা,

ইখলাস যে ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ এক ভিত্তি তা উপরিউক্ত আয়াত ও হাদিসে তুলে ধরা হয়েছে। ইখলাসের অসংখ্য সূক্ষ্ম তাৎপর্যের মধ্য থেকে শুধু পাঁচটি পয়েন্ট এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

সতর্কবাণী : বরকতময় ইসপারতা’র জন্য সৌভাগ্য ও শুকরিয়ার কারণ হলো এখানে অন্যান্য জায়গার তুলনায় মুত্তাকিগণ, তরিকতপন্থি ও আলেমগণের মাঝে প্রতিযোগিতাপূর্ণ মতবিরোধ দেখা যাচ্ছে না। এখানে প্রয়োজনীয় প্রকৃত ভালোবাসা ও ঐক্য না থাকলেও অন্যান্য জায়গার মতো চরম বিরোধিতা ও প্রতিযোগিতা নেই।

প্রথম পয়েন্ট : খুব গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়ঙ্কর এক প্রশ্ন : দুনিয়াদার, উদাসীন, এমনকি পথভ্রষ্ট এবং মুনাফিকেরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছাড়া ঐক্যবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে দীনদারগণ, আলেম ও তরিকতপন্থি তারা সত্যপন্থি ও একাত্মতা পোষণকারী হওয়ার পরেও কেন পরস্পর প্রতিযোগী হয়ে অনৈক্যে পতিত হচ্ছে? একতা হলো একাত্মতা পোষণকারী আর অনৈক্য হলো মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। তারপরেও কেন ঐক্য মুনাফিকদের আর অনৈক্য একাত্মতা পোষণকারীদের সম্পদে পরিণত হলো।

জবাব : এই বেদনাদায়ক, দুর্ভাগ্যজনক এবং আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে ক্রন্দনে নিপতিত ভয়ঙ্কর ঘটনার অনেক কারণ থেকে সাতটি কারণ উল্লেখ করব।

প্রথম কারণ : সত্যের অনুপস্থিতি থেকে যেমন সত্যপন্থীদের অনৈক্য আসে না, তেমনই উদাসীনদের ঐক্যও সত্যের কারণে হয় না। বরং দুনিয়া-পূজারী, রাজনীতিবিদগণ এবং শিক্ষিত সমাজের মতো গোত্র, দল, সংগঠনসমূহ সামাজিক জীবনে বিভিন্ন শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিত ও বিশেষ কর্মে ব্যস্ত। বিভিন্ন শ্রেণি, দল ও জামাতের দায়িত্বসমূহকে নির্দিষ্ট করে পৃথক করা হয়েছে। ওই কর্ম সম্পাদনার জন্য তারা জীবিকা হিসেবে বেতনকে পার্থিব পারিশ্রমিক এবং পদ-মর্যাদার মোহ ও মান-সম্মান আকারে জনসাধারণের আগ্রহকে[১] আধ্যাত্মিক পারিশ্রমিক হিসেবে গ্রহণ করছে। অনিষ্ট, বিতর্ক ও প্রতিযোগিতার কারণ

---

১. সতর্কতা: মানুষের আকর্ষণ প্রত্যাশা করা যায় না; বরং তা প্রদান করা হয়। পেলেও তা থেকে খুশি হওয়া উচিত নয়। খুশিতে ইখলাস হারিয়ে যায় এবং লৌকিকতার আবির্ভাব ঘটে। মান-সম্মান পাওয়ার জন্য নিজের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ, বিনিময় তো নয়ই; বরং তা ইখলাসহীনতা থেকে উদ্ভূত ভর্ৎসনা ও শাস্তি। হ্যাঁ, নেক আমলের প্রাণ হচ্ছে ইখলাস। আর এই ইখলাসের ক্ষতি করে 'নিজের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ও মান-সম্মান অর্জন কবরের দরজা পর্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এক স্বাদ। এর বিনিময়ে মৃত্যুর পরে কবর আযাবের মতো কঠিন এক শাস্তির মুখোমুখি হওয়ায়' নিজের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা নয়; বরং তা থেকে ভয় পাওয়া ও দূরে থাকা দরকার। খ্যাতিপ্রিয় এবং মান-সম্মান প্রত্যাশীদের টনক নড়ুক।

হবে এমন কোনো অংশীদারিত্ব তাদের মাঝে নেই। এই কারণে এরা যত নিকৃষ্ট পথেই অগ্রসর হোক না কেন তারা তাদের মাঝে ঐক্য ধরে রাখতে পারে। কিন্তু দীনদার, আলেম ও তরিকতপন্থিদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব সকলের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় নগদ পারিশ্রমিক, সামাজিক মর্যাদা, জনসাধারণের আগ্রহ এবং জনগণের দ্বারা সাদরে গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব সুনির্দিষ্ট নয়। একটি পদে অনেকেই প্রার্থী হয়। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিটি পুরস্কারের প্রতি অনেকে হাত বাড়াতে পারে। এসব থেকে অনিষ্টতা ও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়ে ঐক্য অনৈক্যে এবং মতপার্থক্যে রূপান্তরিত হয়। আর এই ভয়ংকর রোগের প্রতিকারক ও প্রতিষেধক হলো ইখলাস। অর্থাৎ নফসের দাসত্বের পরিবর্তে আল্লাহর দাসত্বকে গ্রহণ করে আল্লাহর ইচ্ছাকে নফস ও আমিত্বের ইচ্ছার উপর প্রাধান্য দিয়ে–

اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا عَلَی اللّٰهِ

“আমার পারিশ্রমিক শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে। (সুরা ইউনুস : ৭২)

এই আয়াতের গভীর অর্থে প্রবেশ করে মানুষ থেকে আগত সকল জাগতিক ও আধ্যাত্মিক পারিশ্রমিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে[২]

---

২. সাহাবিদের কুরআনের ভাষায় প্রশংসিত হওয়ার কারণ তারা অন্যকে প্রাধান্য দেওয়াকে নিজেদের পথপ্রদর্শক হিসেবে নেওয়া। অর্থাৎ উপহার গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজের পরিবর্তে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া এবং দীনি খেদমতের বিনিময়ে বস্তুগত কোনো পারিশ্রমিক না চাওয়া, অন্তরে কোনো আশা পোষণ না করা। শুধু আল্লাহর অনুগ্রহ জেনে মানুষের কাছ থেকে কোন ধরনের করুণা প্রত্যাশা না করা ও দ্বীনি খেদমতে কোনো পারিশ্রমিক না নেওয়া। দীনি খেদমতের বিনিময় হিসেবে দুনিয়ায় কোনো কিছু চাওয়া ঠিক নয়। যাতে করে এতে ইখলাস উধাও না হয়। সত্যিকার অর্থে উম্মত তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করুক, এটা তারা দাবি করতে পারে। যাকাত নেওয়ার অধিকারও তাদের আছে। কিন্তু তা চাওয়া যায় না; বরং প্রদান করা হয়। দেওয়া হলেও এটাকে খেদমতের পারিশ্রমিক বলা যাবে না। যথাসম্ভব তুষ্টতার পরিচয় দেওয়া, এটা পাওয়ার উপযোগী ও আরও যোগ্য কাউকে নিজের পরিবর্তে প্রাধ্যান্য দেওয়া। وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (নিজেরা মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও অন্যদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। সুরা হাশর : ৯) এই আয়াতের রহস্যকে ধারণ করে এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করে ইখলাস অর্জন করতে পারে।

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ

“রাসুলের দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেওয়া।” (সূরা আন-নুর : ৫৪) এই আয়াতের গভীর তাৎপর্যকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে নিজেকে জনসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য করা, জনগণকে প্রভাবিত করা ও জনতার আগ্রহকে নিজের দিকে ধাবিত করা যে আল্লাহর দায়িত্ব ও অনুগ্রহ এবং ওই সমস্ত দায়িত্ব যে নিজ দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় কিংবা এ বিষয়ে নিজে দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়, তা অনুধাবনের মাধ্যমে ইখলাস অর্জিত হয়। অন্যথায় ইখলাস উধাও হয়ে যায়।

দ্বিতীয় কারণ : পথভ্রষ্ট লোকদের একতা পোষণ করার কারণ হলো তাদের অপদস্ততা আর হেদায়েতপ্রাপ্তদের মতপার্থক্যের কারণ হলো তাদের সম্মান। অর্থাৎ উদাসীনতায় নিমজ্জিত দুনিয়াদার ও বিপথগামীরা সত্য ও বাস্তবতার উপর নির্ভর না করার কারণে দুর্বল ও হীনম্যতা হয়। হীনম্মন্যতায় ভোগার কারণে শক্তিশালী হয়ে ওঠার প্রয়োজন অনুভব করে। আর এজন্যই তারা অন্যের সহযোগিতা ও একাত্মতাকে আন্তরিকভাবে আঁকড়ে ধরে। এমনকি তাদের পথ ভ্রান্ত হলেও একাত্মতা পোষণ করে। সত্যহীনতায় আন্তরিক সংগ্রাম, ভ্রষ্টতার মাঝে ইখলাস, ধর্মহীনতায় নাস্তিক্যবাদী গোঁড়ামি এবং ও মুনাফিকির মধ্যে ঐক্যবদ্ধতার পরিচয় দিয়ে সফলতা লাভ করে। কারণ, আন্তরিক ইখলাস মন্দের মাঝে থাকলেও নিষ্ফল হয় না। হ্যাঁ, ইখলাসের সাথে যে যা কিছু চায়, আল্লাহ তা প্রদান করেন।[৩] কিন্তু দীনদার ও হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং আলেম ও তরীকতপন্থি ব্যক্তিবর্গ সত্য ও সত্যতার উপর নির্ভর করায় এবং প্রত্যেকে স্বয়ং সঠিক পথে শুধুমাত্র তার রবকে স্মরণ করে রবের প্রদত্ত সফলতার উপর ভরসা করে চলায় ওই দিক থেকে আসা আধ্যাত্মিক সম্মানের অধিকারী হয়। অসহায়ত্ব ও দুর্বলতা অনুভব করে মানুষের পরিবর্তে তার রবের নিকট আবেদন করে ও তাঁর সাহায্য চায়। পথ ও মতের মতপার্থক্যের কারণে পথ ও মতের দৃশ্যত বিরোধী কাউকে

---

৩. হ্যাঁ, مَنْ طَلَبَ وَ جَدَّ وَجَدَ ‘কেউ যদি কোনো কিছু আন্তরিকভাবে কামনা করে এবং সেটিকে পাওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে সে তা পায়।’ এটি একটি ধ্রুব সত্য। এই নীতি আমাদের পাথেয় হতে পারে।

সহযোগিতা করার প্রয়োজন পুরোপুরি অনুভব করে না, ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাকেও দেখতে পায় না। বরং আত্মকেন্দ্রিকতা ও গর্ব যদি থাকে, তাহলে নিজেকে সঠিক এবং বিরোধীকে বেঠিক মনে করে, একতা ও ভালোবাসার পরিবর্তে মতপার্থক্য ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ইখলাস হাতছাড়া হয়, দায়িত্বও উলট-পালট হয়ে যায়।

এসকল গুরুত্বপূর্ণ কারণ থেকে উদ্ভূত অশুভ পরিণতির মুখোমুখি না হওয়ার একমাত্র পথ হলো নিচের নয়টি নির্দেশনা-

১. ইতিবাচক আচরণ করা অর্থাৎ নিজের পথকে ভালোবেসে এগিয়ে চলা। অন্য পথের শত্রুতা ও অন্যদের দোষ-ত্রুটি যেন তার জ্ঞান ও চিন্তার জগতে হস্তক্ষেপ না করে কিংবা তাকে ব্যস্ত না রাখে।

২. ইসলামের পরিধির ভেতরে মুমিনগণ যে পথেরই অনুসারী হোক না কেন- ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের জন্য তাদের মাঝে অসংখ্য বন্ধন বিদ্যমান রয়েছে মনে করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইখলাস অর্জন করা ও দায়িত্বকে পরিপূর্ণভাবে পালন করা।

৩. প্রত্যেক সত্য পথের যাত্রী অন্যের পথকে কটাক্ষ না করে আমার পথ সত্যের পথ অথবা আরোও ভালো বলতে পারে। অন্যথায় অন্য পথ সমূহের সত্যহীন বা মন্দ দিকগুলোকে ইঙ্গিত করে আমার পথই একমাত্র সঠিক অথবা আমার পথই একমাত্র সুন্দর পথ না বলাকে ইনসাফের নীতি হিসাবে গ্রহণ করে, তাকে পথপ্রদর্শক বানিয়ে ইখলাস অর্জন করা ও দায়িত্বকে পরিপূর্ণভাবে পালন করা।

৪. সত্যপন্থিদের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করাকে আল্লাহর দেওয়া সৌভাগ্য এবং দীনদারদের সম্মানের একটি কারণ হিসেবে চিন্তা করে ইখলাস অর্জন করা ও দায়িত্বকে পরিপূর্ণভাবে পালন করা।

৫. পথভ্রষ্ট ও জালেমরা- একতার কারণে- দলবদ্ধভাবে শক্তিশালী এক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে অস্বাভাবিক মেধা ও বুদ্ধির দ্বারা যখন আক্রমণে লিপ্ত, তখন ওই আক্রমণের প্রতিরোধে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিও পরাভূত হয়েছে উপলব্ধি করে সত্যপন্থিদের পক্ষ থেকে একাত্মতা পোষণ করার মাধ্যমে এক আধ্যাত্মিক ব্যক্তি গঠন করে ওই

ভ্রষ্টতার ভয়ংকর আধ্যাত্মিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সত্যতাকে রক্ষা করার মাধ্যমে ইখলাস অর্জন করা ও দায়িত্বকে পরিপূর্ণভাবে পালন করা।

৬. সত্যকে মিথ্যার প্রচণ্ড আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য।

৭. নফস ও আমিত্ব।

৮. অবাস্তব মান-সম্মান।

৯. এবং গুরুত্বহীন, প্রতিযোগিতাপূর্ণ অনুভূতিকে ত্যাগের মাধ্যমে ইখলাস অর্জন করা ও দায়িত্বকে পরিপূর্ণভাবে পালন করা।[৪]

তৃতীয় কারণ : সত্যপন্থিদের মতপার্থক্যের কারণ প্রচেষ্টাহীনতা ও হীনম্মন্যতা নয়; কিংবা পথভ্রষ্টদের ঐক্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফল নয়। এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের মতপার্থক্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টার অপব্যবহার এবং পথভ্রষ্টদের ঐকমত্যের ভিত্তি সাহসের অভাবে সৃষ্ট দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব। হেদায়াতপ্রাপ্তদেরকে এই সর্বাত্মক প্রচেষ্টার অপব্যবহারে এবং অনৈক্য ও প্রতিযোগিতায় ধাবিত করার নিয়ামক হলো আখিরাতের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশংসিত বৈশিষ্ট্য সওয়াব অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আখেরাতের কর্মকাণ্ডে তুষ্টিহীনতা। অর্থাৎ "এই সওয়াবগুলো আমি অর্জন করি, এই মানুষদেরকে আমি দিক নির্দেশনা প্রদান করি, আমার কথা তারা শুনুক" মানসিকতার মধ্য দিয়ে প্রকৃত ভাই এবং সত্যিকার অর্থেই ভালোবাসা ও সহযোগিতা এবং ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার মুখাপেক্ষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। "আমার ছাত্ররা কেন তাঁর নিকট যাচ্ছে? কেন তাঁর সমান ছাত্র আমার নেই? বলার কারণে আমিত্ব মানুষকে নিকৃষ্ট স্বভাব পদমর্যাদার মোহের দিকে ধাবিত করে। পরিণতি হিসাবে ইখলাস উধাও হয়, রিয়া ও লৌকিকতার দরজা উন্মুক্ত হয়।

৪.সহিহ হাদিসে আছে, শেষযুগে খ্রিষ্টানদের প্রকৃত ধার্মিকগণ কুরআনের ধারকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধর্মহীনতার মতো অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। এমনকি বর্তমান যুগে দীনদার ও হাকিকতপন্থিগণ শুধুমাত্র দীনি ভাই, সহকর্মী, ভাইদের সাথেই আন্তরিক ঐক্য গড়বে না; বরং খ্রিষ্টানদের প্রকৃত ধার্মিকদের সাথে সাময়িকভাবে অনৈক্যের কারণসমূহকে তর্ক-বিতর্কের মাঝে না এনে অভিন্ন ধর্মহীন, আক্রমণাত্মক দুশমনের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তুলতে মুখাপেক্ষী।

অতএব, এই ভুল, ক্ষত ও ভয়ংকর আত্মিক অসুস্থতার ঔষধ হচ্ছে ইখলাস। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি সংখ্যাধিক্যে নয় আর সংখ্যাধিক্যতাও সফলতা নয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি শুধু ইখলাস দ্বারা অর্জন করা যায়। কারণ, এসব আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন হওয়ায় চাওয়া যায় না; বরং কখনও কখনও প্রদান করা হয়। হ্যাঁ। কোনো কোনো সময় একটি শব্দও নাজাত ও সন্তুষ্টির কারণ হয়। সংখ্যায় বেশি হওয়াকে সব সময় গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়। কারণ কখনো কখনো এক ব্যক্তির হেদায়াতে আসা হাজার ব্যক্তির হেদায়াতে আসার সমপরিমাণ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হয়।

আবার ইখলাস ও সত্যের পক্ষাবলম্বন হচ্ছে মুসলমানদের লাভের পক্ষপাতি হওয়া, তা যেখান থেকে বা যার কাছ থেকেই আসুক না কেন। অন্যথায় 'আমার নিকট থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাকে সওয়াব অর্জনে সহায়তা করুক'–এমন মনোভাব নফস ও আমিত্বের একটি ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সওয়াবের জন্য অতিশয় আগ্রহী ও পরকালীন আমলে তুষ্টিহীন হে মানুষ! কিছু নবী এসেছেন যাদের কয়েকজন অনুসারী থাকা সত্ত্বেও নবুওয়াতের পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। তাহলে সফলতা অনুসারীর সংখ্যাধিক্যে নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে রয়েছে। তুমি কে যে এত অতিমাত্রায় আগ্রহী হয়ে 'সবাই আমাকে অনুসরণ করুক' বলার মধ্য দিয়ে নিজ দায়িত্বকে ভুলে গিয়ে আল্লাহর কাজে হস্তক্ষেপ করছো? গ্রহণ করানো, তোমার চারিদিকে জনগণকে একত্রিত করা আল্লাহ তায়ালার দায়িত্ব। তুমি নিজ দায়িত্ব পালন করো, আল্লাহর কাজে হস্তক্ষেপ করো না। আর হক ও হাকিকত এবং সত্য ও সত্যতাকে শ্রবণকারী এবং ব্যাখ্যাকারীকে শুধু মানুষেই সওয়াবের অধিকারী করে না। সমস্ত সৃষ্টিজগতে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট রুহ, অনুভূতিসম্পন্ন সৃষ্টি ও ফেরেশতার দ্বারা পরিপূর্ণ এবং তারা চারিদিককে আনন্দঘন পরিবেশ পরিণত করেছে। যেহেতু অনেক পরিমাণ সওয়াব চাও, সেহেতু ইখলাসকে প্রধান ভিত্তি বানাও এবং শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির কথাই চিন্তা করো। যাতে তোমার মুখ থেকে বের হয়ে আসা প্রতিটি

বরকতময় শব্দ বায়ুমণ্ডলে অবস্থানকারীদের প্রত্যেককে ইখলাস ও বিশুদ্ধ নিয়তের দ্বারা তাদের জীবন দান করবে, অনুভূতিসম্পন্ন অসংখ্য কানকে জাগিয়ে তুলবে, অনুভূতিসম্পন্নদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদেরকে আলোকিত করবে আর তোমাকেও সওয়াব অর্জন করাবে।

মনে করো তুমি বললে আর অমনি আল্লাহর অনুমতিতে বাতাসে লক্ষ লক্ষ আলহামদুলিল্লাহ শব্দ লেখা হয়ে গেল। প্রজ্ঞাময় নকশাকর যেহেতু অপব্যয়, অপচয় এবং অর্থহীন কোনো কিছু করেন না সেহেতু ওই অসংখ্য বরকতময় শব্দসমূহকে শ্রবণকারী এমন অসংখ্য কানও সৃষ্টি করেছেন। যদি ইখলাস ও সঠিক নিয়তের দ্বারা বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান শব্দসমূহ প্রাণ লাভ করে সেগুলো মধুর শব্দের ন্যায় রুহানি ও আধ্যাত্মিকদের কানে প্রবেশ করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইখলাস বাতাসে অবস্থানরত শব্দসমূহকে প্রাণ না দিলে তা শ্রবণ করা যায় না। সওয়াবও শুধুমাত্র মুখ থেকে নির্গত শব্দটির জন্য প্রযোজ্য হয়। কণ্ঠস্বর বেশি সুন্দর না হওয়ায় শ্রোতার সংখ্যা কম হওয়া থেকে অভিযোগকারী হাফেজগণের উল্লিখিত বিষয়সমূহ দিয়ে টনক নড়ুক।

চতুর্থ কারণ : হেদায়াতপ্রাপ্তদের মাঝে বিদ্যমান মতপার্থক্য যেমন অদূরদর্শিতা ও পরিণতির কথা চিন্তা না করার কারণে নয় তেমনই পথ ভ্রষ্ট, বিপথগামীদের আন্তরিক ঐক্যও ভবিষ্যতৎ-ভীতি এবং দূরদর্শিতার কারণে নয়; বরং হেদায়াতপ্রাপ্তগণ সত্য ও সত্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নফসের অন্ধ অনুভূতিকে প্রশ্রয় না দিয়ে অন্তর ও যুক্তির ভবিষ্যত ভীতির প্রবণতাকে অনুসরণ করার সাথে সাথে সঠিক পথ ও ইখলাসকে ধরে রাখতে না পেরে এবং ওই সুউচ্চ স্থান ও মর্যাদা রক্ষা করতে না পেরে মতানৈক্যে পতিত হয়।

পথভ্রষ্টরা নফস ও কুপ্রবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এক দিরহাম পরিমাণ নগদ স্বাদকে এক বাতমান পরিমাণ ভবিষ্যৎ স্বাদের পরিবর্তে গ্রহণকারী, অন্ধ ও অপরিণামদর্শী অনুভূতির প্রয়োজনীয়তার কারণেই নিজেদের মাঝে নগদ স্বার্থ ও স্বাদের জন্য আন্তরিকভাবে দৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলছে। হ্যাঁ, নীচ, হৃদয়হীন, নফসপ্রজারীরা জাগতিক নগদ স্বাদ ও স্বার্থের জন্য আন্তরিক ঐক্য ও মতৈক্য গড়ে তুলছে।